দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 19 JAN 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

17

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষাঙ্গন

স্কুলে ভর্তি সমস্যা

ইতিমধ্যেই ঢাকা শহরের উল্লেখযোগ্য স্কুলসমূহে বিশেষ করে সরকারী ল্যাবরেটরী হাই স্কুল, মতিঝিল আইডিয়েল স্কুল, আজিমপুর অগ্রণী বালিকা বিদ্যালয়, উদয়ন স্কুল, ভিকারুন্নেছা বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। এসব স্কুলে ভর্তিচ্ছুক ছাত্রদের সংখ্যা ও আসন সংখ্যার ব্যবধান আকাশ-পাতাল। অভিভাবক-অভিভাবিকাবৃন্দ এ নিয়ে বেশ চিন্তিত। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সরকারী ল্যাবরেটরী হাই স্কুলে ১ম শ্রেণীর ৬০টি আসনের জন্য ৭শ' ৪৬ জন, ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ৪০টি আসনের জন্য ৪শ' ১১ জন, ৯ম শ্রেণীতে ১৫টি আসনের জন্য ১শ' ৯৩ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেছে।

অন্যদিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, কিণ্ডার গার্ডেনসমূহের ভর্তির বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়ালে পোস্টার ও সুন্দর সুন্দর ব্যানার ঝুলছে। এসব জায়গাতে কি আসলেই লেখা-পড়া হয়? এ গুলোকে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না বলে কমার্শিয়াল সার্ভিসেস বললে ভুল হবে না। এক শ্রেণীর অসাধু স্কুল ব্যবসায়ী উপর তলার এক শ্রেণীর লোকদের পৃষ্ঠপোষকতায় অসংখ্য স্কুল গজিয়ে তুলেছেন। এসব স্কুলে শিশু শ্রেণীতে মাসিক বেতন ৭০ টাকা থেকে ৩০০ টাকা পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। সরকারের কোন বিধিনিষেধকে এরা তোয়াক্কা করে না। অথচ এসব স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের যোগ্যতা সম্বন্ধে অনেকেই সন্দিহান। আমরা আসলে কোন সমস্যাকে সমস্যা বলে মনে করি না। তা না হলে এটাকে শিক্ষার নামে প্রতারণা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। সরকার ইতিমধ্যেই এদের বিরুদ্ধে জোর ব্যবস্থা নিয়েছেন, এজন্য সরকার প্রশংসার দাবীদার হতে পারেন। কিন্তু সাথে সাথে এই অসাধু ব্যবসায়ীদের হাত থেকে রক্ষা করে স্কুলের সংখ্যা বাড়িয়ে লেখাপড়ার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করার জন্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

—মোঃ নাজমুল হক খোকন

মানোন্নয়ন পরীক্ষা

গত ১ জানুয়ারী ১৯৮৭ইং একটি স্থানীয় দৈনিক পত্রিকায় "কম মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর জন্য সুখবর" শিরোনামে একটি সংবাদ ছাপা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিল' এক সভায় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, কম মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মানোন্নয়ন পরীক্ষা ব্যবস্থা চালু হবে এবং এতে ১৯৮৩ সালের অনার্স, প্রিলিমিনারী এবং মাস্টার্স ডিগ্রীর ছাত্র-ছাত্রীরাও এ সুযোগ গ্রহণ করতে পারবে। আমরা যারা অনার্স, মাস্টার্স ডিগ্রীতে তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছি, তারা গভীর আগ্রহ নিয়ে সংবাদটি পড়তে থাকি। কিন্তু শেষ মুহূর্তে আমাদেরকে দারুণভাবে হোচট খেতে হয়। কারণ, সনাতন পদ্ধতির অর্থাৎ কলেজগুলোর ছাত্র-ছাত্রীরা এ সুযোগ পাবে না। মানোন্নয়ন পরীক্ষার সুযোগ পাবে কেবলমাত্র কোর্স পদ্ধতির ছাত্র-ছাত্রীরা। একই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী হয়েও এ সুযোগ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিল কেন আমাদেরকে বঞ্চিত করলেন তা আমাদের কাছে এক বিরাট প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা সব দিক থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা সরাসরি অধ্যয়ন করেন তাদের চেয়ে কম সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকি। আর মেধার কথা চিন্তা করলেও বলা চলে আমরা তাদের চেয়ে কম মেধাবী। তাই আমাদের মত যারা কলেজ হতে উচ্চ শিক্ষা নিচ্ছে তাদের ফলাফল বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে বেশী খারাপ হয়। এদিকে লক্ষ্য রেখে সনাতন পদ্ধতিতে "মানোন্নয়ন পরীক্ষা" প্রবর্তন করলে অনেক ছাত্র-ছাত্রী উপকৃত হবেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিল কেবলমাত্র কোর্স পদ্ধতির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য "মানোন্নয়ন পরীক্ষা" চালু করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা আমাদের কাছে বৈষম্যমূলক বলে মনে হয়েছে। তাই আমাদের অনুরোধ, আমাদেরও প্রদান করা হোক ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা দেয়া হোক কোর্স পদ্ধতির মত মানোন্নয়ন পরীক্ষার সুযোগ।

—মোশারফ হোসেন ও
ফারজানা ইয়াসমিন জয়া